তটরেখা

PDO-ICZMP বুলেটিন | সংখ্যা - ৯ | ডিসেম্বর ২০০৩

ফোকাল পয়েন্ট ওরিয়েন্‌টেশন

চতুর্থ আন্তঃমন্ত্রণালয় টেকনিকাল কমিটির সভায় ফোকাল পয়েন্টদের বিষয়টি আলোচিত হয়। পরবর্তীতে ৩৪টি সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কাছে একজন করে প্রতিনিধি মনোনয়নের প্রস্তাব রাখা হয়। এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি দিনব্যাপী ওরিয়েন্‌টেশন সভা। মোট ৩০টি সরকারী বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ফোকাল পয়েন্টগণ এতে অংশ নেন। এতে সভাপতিত্ব করেন ওয়ারপো-র মহাপরিচালক জনাব এইচ.এস.এম. ফারুক। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব সায়েফ উদ্দিন ও বিশেষ অতিথি ছিলেন নেদারল্যান্ডস্-এর রাষ্ট্রদূত মিঃ জে. ইজারমেন্‌স। অধিবেশনটি দুটো পর্বে বিভক্ত ছিল। প্রথম পর্বে "আইসিজেডএমপি ধারণা ও পদ্ধতি" এবং "ফোকাল পয়েন্টদের ভূমিকা" এই দুটো বিষয় উপস্থাপিত হয় এবং এর উপরে অংশগ্রহণকারীরা মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন। দ্বিতীয় পর্বে ফোকাল পয়েন্টরা উপকূলীয় অঞ্চলে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর উপর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

টাস্ক ফোর্সের সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ২৩শে অক্টোবর ২০০৩ এ পিডিও-আইসিজেডএমপি সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হলো পুনর্গঠিত জীবন-জীবিকা বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় সভা। এতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), আইসিজেডএমপি প্রকল্প ও বিভিন্ন এনজিও, যেমন: কেয়ার বাংলাদেশ, কোডেক ও রিক-এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রথম সভায় আইসিজেডএমপি প্রকল্প পরিচিতি-প্রেক্ষাপট, কাঠামো, টাস্ক ফোর্সের অবস্থান ও কর্মপরিধি উপস্থাপনার পাশাপাশি ত্রৈমাসিক সভার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দ্বিতীয় সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ২০০৪ সালের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা, উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ ও অগ্রাধিকার বিনিয়োগ প্রোগ্রামে তাদের অংশগ্রহণ। অন্যদিকে নলেজ বেইস টাস্ক ফোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২৪শে সেপ্টেম্বর ও ২৩শে অক্টোবর ২০০৩ এ। এতে বুয়েট, SUFER, বার্ক, সিইজিআইএস, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, আইডব্লিউএম, বন বিভাগ, পরিসংখ্যান ব্যুরো, ওয়ারপো ও আইসিজেডএমপি-প্রকল্পের সদস্যরা অংশ নেন। প্রথম সভায় প্রকল্প পরিচিতি, জ্ঞান ব্যবস্থাপনার কর্মকান্ড ও নলেজ বেইস টাস্ক ফোর্সের কর্ম পরিধি আলোচিত হয়। দ্বিতীয় সভায় সদস্যরা ২০০৪ সালের কর্মপরিকল্পনার উপর মতামত দেন এবং খসড়া দলিল "জ্ঞান ঘাটতি" পর্যালোচনার সময়সীমা নির্ধারণ করেন। "নীতি" বিষয়ক টাস্ক ফোর্সটি পুনর্গঠনের অপেক্ষায় আছে।

উপকূলীয় অঞ্চলের সীমানা নির্ধারণ

গত ২৫শে অক্টোবর ২০০৩ ঢাকায় ৬ষ্ঠ আন্তঃ মন্ত্রণালয় টেকনিকাল কমিটির সভায় উপকূলীয় অঞ্চলের সীমানা সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ১৯টি জেলা যথা ঃ বরগুনা, বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালি, পিরোজপুর, চাঁদপুর, চট্রগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, বাগেরহাট, যশোর, খুলনা, নড়াইল এবং সাতক্ষীরা জেলা এবং বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) উপকূলীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

উপকূলীয় প্রকল্পগুলোর সাথে মতবিনিময়

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা গত ২২শে অক্টোবর ২০০৩ ঢাকায় উপকূলীয় অঞ্চলের প্রকল্পগুলোর প্রকল্প পরিচালক ও টিম লিডারদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করে। এতে সিডিএসপি ২, আরডিপি-২২, চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, বৃহত্তর নোয়াখালী মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প, বিসিক-এর লবণ প্রকল্প, CWBMP, ডানিডা পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন প্রকল্প, বন সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, IPSWAM ও PETRRA-এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নেন। সভায় আইসিজেডএমপি প্রকল্প পরিচিতি তুলে ধরা হয় ও পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে সমন্বয়ের উপর জোর দেয়া হয়।

রিভিউ মিশনের প্রকল্প পরিদর্শন

তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি মিডটার্ম রিভিউ মিশন গত ২৬শে অক্টোবর থেকে ৯ই নভেম্বর ২০০৩ আইসিজেডএমপি প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এই দুই সপ্তাহ তারা প্রকল্প পর্যালোচনাসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), আইসিজেডএম এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ যেমন পরিকল্পনা কমিশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ, বন বিভাগ ও মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন। তারা বিশ্বব্যাংক, নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাস ও DfID কর্মকর্তাবৃন্দের সাথেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া তারা কক্সবাজারে জেলা প্রশাসক, ব্যক্তি খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ ও ECFC প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মাছ বিষয়ক গবেষণা উপস্থাপন

গত ৭ই ডিসেম্বর ২০০৩-এ পিডিও-আইসিজেডএমপি উপকূলীয় বিষয়ের উপর একটি লেকচার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। "উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা"-র উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। তারা SUFER প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন গবেষণা কাজ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করেন। এছাড়া আইসিজেডএমপি প্রকল্পের পক্ষে টীম লিডার প্রকল্প পরিচিতি ও কার্যক্রম তুলে ধরেন।

খসড়া উপকূলীয় অঞ্চল নীতি ঃ জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

উপকূল অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়নের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন আইসিজেডএমপি প্রকল্পের একটি বিশেষ কর্মসূচী। এই লক্ষ্যে উপকূলীয় অঞ্চল নীতির একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরী করা হয় এবং জাতীয় পর্যায়ে এর উপর একটি কর্মশালা মে ২০০৩-এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পরিমার্জিত আকারে খসড়াটির উপর জনগণের ব্যাপক মতামত জানার উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)-র উদ্যোগে ও জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অংশীদারদের নিয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। গত ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ২২শে অক্টোবর ২০০৩ ১৯টি উপকূলীয় জেলায় পর্যায়ক্রমে এই সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

এ উদ্যোগে স্থানীয় NGOদের ব্যাপক সহযোগিতা ছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নবলোক (খুলনা), পল্লী চেতনা (সাতক্ষীরা), শাপলাফুল (বাগেরহাট), কোডেক (চট্টগ্রাম), বাংলা জার্মান সমিতি (কক্সবাজার), এনআরডিএস (নোয়াখালী), আভাস (বরিশাল), মাসলাইন মিডিয়া সেন্টার (ঝালকাঠি, ভোলা), সংগ্রাম (বরগুনা), পিডিএফ (পিরোজপুর) ও সংকল্প (পটুয়াখালী)। সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় সরকার, এন.জি.ও, ব্যক্তিখাত, গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে উপকূলীয় অঞ্চল নীতির একটি পরিমার্জিত খসড়া বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে। সপ্তম আন্তঃমন্ত্রণালয় টেকনিকাল কমিটির সভায় এর উপর বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। জেলা পর্যায়ের আলোচনার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

যশোর ঃ উপকূল অঞ্চল নীতিমালায় পরিবেশগত ঝুঁকি কমানোর উপায় ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার কৌশলের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন । ঝুঁকি কমানোর উপায় হিসেবে প্রধানতঃ নদীর নাব্যতা রক্ষায় মজা নদী পুনরুদ্ধার, পলি ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় প্রযুক্তি বিশেষতঃ জোয়ার-আঁধার, জনগণের অংশগ্রহণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের একটি উপযুক্ত নকশা প্রণয়নের বিষয়গুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা জরুরী।

নড়াইল ঃ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে সামুদ্রিক মৎস্য আইন প্রয়োগ, চিংড়ি ঘের রক্ষা আইন গঠন, ঘের এলাকায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জেলা পর্যায়ে চিংড়ি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং ঝুঁকি কমানোর উপায় হিসেবে সুন্দরবন রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ, বন ভিত্তিক শিল্প সম্ভাবনা যাচাই, ইকোসিস্টেম সংরক্ষণ, প্রভৃতি বিষয় আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার।

বাগেরহাট ঃ উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য পৃথক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও পরিবেশগত ঝুঁকি কমানোর উপায় সম্পর্কে স্পষ্ট সুপারিশ থাকা দরকার। এক্ষেত্রে পরিবেশ উপযোগী ও সমন্বিত চিংড়ি চাষ, পুকুর পুনরুদ্ধার ও তার ব্যবস্থাপনা, নদী ব্যবস্থাপনা, বছরব্যাপী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের বহুমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

সাতক্ষীরা ঃ নীতিমালায় ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নদী ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা, সুন্দরবন ও তার ইকোসিস্টেম রক্ষাসহ গবেষণা কার্যক্রম, পশুসম্পদের উন্নয়ন ও গোচারণক্ষেত্র নিশ্চিত করা ও পাঠ্যপুস্তকে উপকূল অঞ্চলের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার।

কক্সবাজার ঃ উপকূল অঞ্চল নীতিতে প্রাকৃতিক প্রতিবেশ রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও তার কারণ নির্ণয়

এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশ থাকা দরকার। যেমন: ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমানোর জন্য অতিমাত্রায় গ্যাস ও তেল উত্তোলন বন্ধ, ম্যানগ্রোভ বন রক্ষায় জ্বালানী সংগ্রহ ও অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ প্রতিরোধ, সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি রক্ষায় অনিয়ন্ত্রিত চিংড়ি পোনার আহরণ বন্ধ, চিংড়ি ঘেরে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে বাঁধ প্রতিরক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও তার কৌশল এবং দ্বীপাঞ্চলে ভৌত অবকাঠামোগত অবস্থার উন্নয়নের বিষয়গুলো আরো জোরালো ভাবে উল্লেখ করা দরকার।

চাঁদপুর ঃ নীতিমালায় নদীভাঙ্গনকে একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এর সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলো বিশদভাবে উল্লেখ করা জরুরী। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পদের পরিমাণ ও চাহিদা বিশ্লেষন করে স্থানীয় সংগঠনের সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে আইন ও নীতি প্রণয়নের সুপারিশসহ ভূমি বন্দোবস্ত সম্পর্কে উপকূল অঞ্চল নীতিতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থের বরাদ্দ নিশ্চিত করা সহ পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়ে আরো গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

গোপালগঞ্জঃ নীতিমালায় জলাবদ্ধতার সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকা দরকার। বিশেষ করে বিল এলাকায় প্রকল্প গ্রহণ ও তাতে জনগণের অংশগ্রহণ, জলাশয়ের উপযুক্ত ব্যবহার, ঘের মালিকদের জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন, মাছের অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা, জেলেদের বিকল্প জীবিকায়ন ও ঋণ সুবিধা, খরা ব্যবস্থাপনার নীতি প্রণয়ন, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ, পশু সম্পদের উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আরো গুরুত্ব আরোপ করা দরকার।

খুলনা ঃ উপকূল অঞ্চল নীতিতে নগর ও গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে পৃথক বসতি পরিকল্পনা এবং সমন্বয়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর প্রধান উপায়গুলো চিহ্নিত করে অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি, দারিদ্র্য হ্রাস, শিক্ষা, নারী-পুরুষ সমতা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বিষয় বিশেষ বিবেচনায় আনা জরুরী।

লক্ষ্মীপুর ঃ নীতিমালায় ভাঙ্গনকবলিত জনগণ ও ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের বিষয়টি জোরালোভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, গুচ্ছ গ্রামের সম্ভাবনা, খাস জমি বিতরণ, সামাজিক বনায়ন, উপজেলা পর্যায়ে ভূমিহীনদের তালিকা তৈরী, স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, ক্ষুদ্র ঋণ, ভিজিএফ, উন্নত সেচ ব্যবস্থা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে সমন্বয় ঘটানোর প্রস্তাব রাখা যেতে পারে।

ফেনী ঃ স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, জেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা তৈরী এবং যে কোন প্রকল্প হাতে নেয়া বা বাস্তবায়নের আগে জনসাধারণের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এছাড়া নীতিতে এলাকার উন্নয়নের প্রধান উপায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট সুপারিশ থাকা দরকার।

বরগুনা ঃ উপকূল অঞ্চল নীতিমালায় দায়িত্ব বন্টন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের অংশগ্রহনের সুযোগ এবং মহিলা ইউ পি সদস্যদের ক্ষমতায়নের বিষয়গুলো আরো স্পষ্ট হওয়া দরকার।

বরিশাল ঃ নীতিমালায় পরিবেশগত ঝুঁকি কমানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, পশু সম্পদের উন্নয়ন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, প্রত্যন্ত এলাকায় কম্যুনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ, প্রতিবন্ধিদের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ, নারীদের নিরাপত্তা, তথ্য প্রবাহ ও শিশুদের বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা জরুরী।

পটুয়াখালী ঃ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, ভূমি বন্টন ব্যবস্থা, চরাঞ্চলে উন্নত সেবা নিশ্চিত করা, পশু সম্পদের উন্নয়ন, জেলেদের নিরাপত্তা, মৎস্য সংরক্ষণ ও জৈব গ্যাস উৎপাদনের কৌশল গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভূক্ত রাখার কথা বলা হয়। এছাড়া শিশুদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করা ও নারীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা (বিয়ে নিবন্ধন), এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

ঝালকাঠি ঃ উপকূলীয় অঞ্চল নীতিতে প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণের বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সরকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা, পশু সম্পদের উন্নয়ন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বাড়ানো, আন্ত ও অন্তঃপ্রতিষ্ঠানগত বিরোধ ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ দেয়া দরকার।

পিরোজপুর ঃ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আন্তঃ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ, উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের অন্তর্ভূক্তি, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ, নারী ও শিশু রক্ষা আইন প্রণয়ন প্রসঙ্গে নীতিমালায় সুপারিশ থাকা দরকার।

নোয়াখালী ঃ উপকূলীয় অঞ্চল নীতিতে ঝুঁকি কমানো ও সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার বিশেষ দিক-নির্দেশনা থাকা দরকার। যেমন: নতুন জেগে ওঠা চরে ভূমিহীন জনগণের পুনর্বাসন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, উন্নত সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম ঃ উপকূলীয় অঞ্চলে ঝুঁকি কমানোর উপায় হিসেবে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা, শিল্প বর্জ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বন সংরক্ষণ ও পরিবেশ আইন প্রয়োগের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এছাড়া এলাকার উন্নয়নে কম্যুনিটি রেডিওর ব্যবহার এবং আন্ত ও অন্তঃ প্রতিষ্ঠান যোগাযোগ জোরদার করা দরকার।

শরিয়তপুর ঃ উপকূলীয় অঞ্চল নীতিতে ভূমি পুনরুদ্ধার, খাস জমি বিতরণ আইন যুগোপযোগী করা, নদীভাঙ্গন এলাকার সমস্যা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সহ অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমন্বয় ঘটানোর জোরালো প্রস্তাব থাকা প্রয়োজন।

ভোলাঃ উপকূলীয় অঞ্চল নীতি প্রণয়ন ও বাস্ত বায়নে পৃথক মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার থাকা জরুরী। পাশাপাশি উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নের লক্ষ্যে, বিশেষ করে নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ভূমি বন্টন ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত মাছ চাষ, পশুসম্পদের উন্নয়ন, উপকূলীয় গৃহকাঠামোর বিশেষ নকশা, চলমান হাসপাতাল এবং প্রতিবন্ধিদের জন্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

পিডিও প্রতিনিধি দলের ভোলা সফর

PDO-ICZMP -এর একটি প্রতিনিধিদল গত ১৭-১৯ ডিসেম্বর ভোলা, মনপুরা ও চর কুকরি মুকরি সফর করেন। এ সময় তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া তারা কারিতাস ও কোষ্ট এর স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে উপকূলীয় এলাকায় তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ডঃ রফিকুল ইসলাম, আব্দুল হালিম মিঞা, ডঃ লিয়াকত আলী, আবু মোস্তফা কামালউদ্দিন ও মহিউদ্দিন আহমদ।

চর ফেশনের কচ্ছপিয়া ঘাটে অপেক্ষমান মাছ ধরার নৌকা

পিডিও প্রতিনিধিদলের সাথে কোষ্ট কর্মকর্তাদের আলোচনা

PDO-ICZMP সম্পর্কে কিছু তথ্য

Program Development Office-ICZMP পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার (WARPO) একটি প্রকল্প। এটি একটি বহুখাত ভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উদ্যোগ। একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় ষ্টিয়ারিং কমিটি এবং একটি টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এটি পরিচালিত হয়।

উপকূলীয় উন্নয়নের সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে - এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যেখানে টেকসই জীবিকা উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে উপকূলীয় এলাকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করা যায়।

PDO-ICZMP কর্মকান্ডকে কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে ছয়টি ভাগ করা হয়েছে -

১। উপকূল অঞ্চলের জন্য র্কমকৌশল প্রণয়ন
২। উপকূল অঞ্চল নীতি প্রণয়ন
৩। উপকূল অঞ্চলের উন্নয়নে বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রনয়ন
৪। উপকূল অঞ্চলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
৫। প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা
৬। একটি সমন্বিত জ্ঞান ভান্ডার

ওয়েব সাইটের সাম্প্রতিক সংযোজন : উপকূলীয় অঞ্চল নীতির খসড়াটি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এর ওপর আপনার সুচিন্তিত মতামতকে আমরা স্বাগত জানাই। সাইটের ঠিকানা: www.iczmpbangladesh.org

আমাদের কিছু সাম্প্রতিক প্রকাশনা

WP005:	Delineation of the Coastal Zone	December 2003
WP014:	A systems Analysis of Shrimp Production	June 2003
WP015:	Coastal livelihoods; conditions and context	June 2003
WP016:	Framework of Indicators for ICZM	October 2003
WP017:	Knowledge Portal on Estuary Development (KPED)	May 2003
WP018:	Review of Local Institutional Environment in the Coastal Areas of Bangladesh	June 2003
WP019:	Local Level Institutional Arrangements in CDSP; a case study	August 2003
WP020:	The Process of Policy & Strategy Formulation	August 2003
WP021:	Urban Poor in the Coastal Zone	August 2003
WP022:	NGOs in Coastal Development	August 2003
WP023:	Local level institutional arrangements in ECFC project	September 2003
WP024:	Proceedings of the Orientation Session for Focal Points on ICZM	October 2003

সংগঠন বা উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সংবাদ ও তথ্য পরবর্তী বুলেটিনের জন্য পাঠানোর আহ্বান রইল।

PDO-ICZMP বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে WARPO কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রকল্প।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
PDO-ICZMP
সাইমন সেন্টার (৫ম তলা)
বাড়ী ৪/এ, রোড ২২ গুলশান-১
ঢাকা - ১২১২
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮০-২-৯৮৯২৭৮৭ এবং ৮৮২৬৬১৪
ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল ঃ pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট ঃ www.iczmpbangladesh.org

উপকূলরেখা ডাক টিকেট